Naya Jamana new....manas....._Layout 1 21-08-2026 22:35 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

৩ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ২১ আগষ্ট ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৫৯ সংখ্যা ।। ৮পাতা

তারেকের সফর নিয়ে বিবৃতি প্রত্যাহার

তাণ্ডবের ক্ষত মুছে জোড়া লাগল প্রতীক

সোমালিয়া উপকূলে তুরস্কের অস্ত্র বোঝাই জাহাজে জলদস্যুর হামলা, ছয় ভারতীয় নাবিক-সহ অপহৃত ১০

আবহাওয়াই ভিলেন! দিল্লিতে বিপজ্জনক হারে বাড়ছে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত ১,৩৪৯

সেন্সাস ডিউটিতে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ জনগণনার কাজে যুক্ত শিক্ষকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। জনগণনার দায়িত্ব পালনের সময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের 'অন ডিউটি' হিসেবে গণ্য করতে হবে। তবে কোনওভাবেই যাতে স্কুলের পঠনপাঠন ব্যাহত না হয় তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও।আদালতের নির্দেশ, জনগণনার কাজে কোনও শিক্ষককে যুক্ত করা হলে তাঁর দায়িত্ব অন্য শিক্ষকের হাতে তুলে দেবেন প্রধান শিক্ষক। অন্যদিকে, দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে জনগণনার কাজের সময় ও দায়িত্ব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন সেনসাস ডিরেক্টর।

শিক্ষকদের ছুটির দিন অর্থাৎ শনি ও রবিবার জনগণনার কাজে পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘিরেই মূলত বিতর্কের সূত্রপাত।সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়।শুনানিতে রাজ্য ও কেন্দ্রের অবস্থানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত।রাজ্যের যুক্তি ছিল,স্কুলের পঠনপাঠন স্বাভাবিক রাখতে ছুটির দিনে শিক্ষকদের দিয়ে জনগণনার কাজ করানো প্রয়োজন।যদিও কেন্দ্রের বক্তব্য ছিল,স্কুল চলাকালীন সাধারণ কর্মদিবসেই শিক্ষকদের জনগণনার কাজে ব্যবহার করা উচিত।এরপরই আগের নির্দেশিকা প্রত্যাহারের কথা জানায় রাজ্য।তবে সেনসাসের কাজ থেকে শিক্ষকরা অব্যাহতি পাচ্ছেন না।তাঁদের দায়িত্ব ও সময়সূচি নতুন করে নির্ধারণ করবে সেনসাস কর্তৃপক্ষ।

সুজিতের জামিনে নয়া মোড়

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ তৃণমূল নেতা সুজিত বসুর জামিন মামলাকে ঘিরে কলকাতা হাইকোর্টে নতুন মোড়। বিচারপতির চেম্বারে অনধিকার প্রবেশ এবং মামলার নথি দেখার চেষ্টার অভিযোগে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর পরেই ঘটনার তদন্তের দাবি উঠল।মামলার অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড মৌসুমি ভাওয়াল প্রধান বিচারপতির সচিবকে চিঠি দিয়ে দাবি করেছেন,১৮ অগস্ট তিনি কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে বিচারপতির চেম্বারে যাননি। ১৫ নম্বর কোর্টের কোর্ট অফিসারের নির্দেশেই আইনি নজিরের প্রতিলিপি জমা দিতে সেখানে গিয়েছিলেন বলে তাঁর দাবি। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে হলফনামাও জমা দিয়েছেন তিনি।বিচারপতির পর্যবেক্ষণে তাঁর দীর্ঘ আইনি জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন মৌসুমি।ঘটনার সত্যতা জানতে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠনের পাশাপাশি বিচারপতির চেম্বারের সামনের ঘরের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ ও খতিয়ে দেখার আবেদন করেছেন তিনি।ঘটনাটি ঘিরে

তৃণমূলের লোকই ভিতরে আছে,ওরাই গন্ডগোল পাকাচ্ছে', অন্নপূর্ণা বিক্ষোভ নিয়ে বললেন পুরমন্ত্রী

যাদবপুরের পরিবেশ শান্ত রাখতে রাজনৈতিক দলের উস্কানি থেকে দূরে থাকা উচিত', পড়ুয়াদের বার্তা স্বপন দাশগুপ্তর

চিকেনস নেক সুরক্ষায় শাহের মাস্টারস্ট্রোক

মানস দাস ।। নয়া জামানা

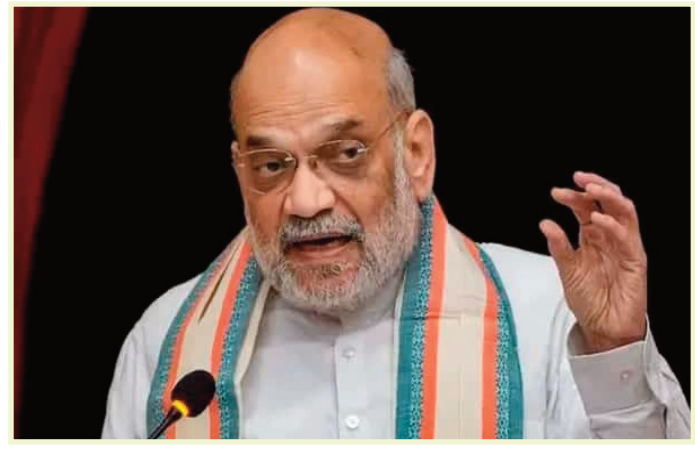

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি করিডর বা 'চিকেনস নেক'-এর নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে বড়সড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্র সরকার। নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ সীমান্তঘেরা এই কৌশলগত অঞ্চলে

'ত্রিকোণীয় নিরাপত্তা গ্রিড' গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার শিলিগুড়ির রানিডাঙায় সশস্ত্র সীমা বলের (এসএসবি) উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার সদর দফতরে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে একাধিক নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোগত প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি।

প্রায় ১৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রশাসনিক ভবন, আবাসন এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে।শাহ জানান, দেশের আটটি রাজ্যের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই করিডরের নিরাপত্তায় চোপড়া, কিষাণগঞ্জ ও ধুবড়িকে কৌশলগত ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।বাড়ানো হবে নজরদারি,কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি এবং বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে সমন্বয়।

সীমান্ত পরিকাঠামো তৈরিতে জমির সমস্যা নিয়েও সরব হন শাহ।তাঁর দাবি,নতুন রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফ ও এসএসবির প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর জন্য ১,১২৯ একর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে।আরও ২৯ একর জমির অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।নিরাপত্তার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকার উন্নয়নের উপরও জোর দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। 'ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম ২.০'-এর আওতায় ৬,৮৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা,শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

একইসঙ্গে 'অমৃত ভারত স্টেশন' প্রকল্পে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির রেল পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের কাজও এগোচ্ছে।

জমি বিতর্ক পেরিয়ে লাক্সের লগ্নি

দীপঙ্কর দোলাই ।। নয়া জামানা

ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে রাজ্যে প্রথম শিল্প প্রকল্পের উদ্বোধন ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। সেই আবহেই ডানকুনিতে লাক্স কোজি ইন্ডাস্ট্রিজের প্রস্তাবিত কারখানা নিয়ে জমি, অনুমোদন ও বিনিয়োগের যাবতীয় তথ্য স্পষ্ট করল রাজ্য সরকার।শুক্রবার শিল্প সদনে সাংবাদিক বৈঠকে শিল্পসচিব বন্দনা যাদব জানান, ডানকুনিতে ১১.০৬ একর জমির উপরই লাক্স কোজির কারখানা গড়ে উঠবে।প্রকল্পের জন্য জমির চরিত্র পরিবর্তনের প্রক্রিয়াও ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।শিল্প দপ্তরের দাবি,হোসিয়ারি শিল্প 'হোয়াইট ক্যাটাগরি'র অন্তর্ভুক্ত।ফলে উৎপাদন শুরুর আগে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেলেই প্রকল্পটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।কারখানার পাশাপাশি তৈরি হবে একাধিক আনুষঙ্গিক পরিকাঠামোও। সংলগ্ন ৩.৩ একর জমির একটি অংশে ওয়্যারহাউস তৈরি হবে।পার্কিং, শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা-সহ অন্যান্য প্রয়োজনেও জমি ব্যবহার করা হবে।লাক্স কোজি ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার অশোক টোডি জানান, গত ৫০ বছর ধরে এ রাজ্যে ব্যবসা করছে তাঁদের সংস্থা। ডানকুনির প্রকল্পে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে।আগামী ৩০ মাসের মধ্যে কারখানায় উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনাও এদিন শিল্প দপ্তরের কাছে তুলে ধরেন তিনি।তাঁর দাবি,প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন সংস্থার হাতে রয়েছে। তবে প্রকল্পের জমি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক থামেনি। তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের তোলা অভিযোগের পর লাক্স কোজির তরফে দাবি করা হয়েছে, প্রকল্প সম্পর্কে তাঁর দেওয়া তথ্য অসত্য।এই অভিযোগের জেরে কুণাল ঘোষকে মানহানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে সংস্থা।রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেই জমির পরিমাণ, চরিত্র পরিবর্তন, পরিবেশগত অনুমোদন এবং বিনিয়োগের পরিকল্পনা প্রকাশ্যে এনে ডানকুনি শিল্প প্রকল্প নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল রাজ্য সরকার।

সরকারের দাবি,নির্ধারিত জমিতেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং দ্রুত উৎপাদন শুরুর লক্ষ্যে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 21-08-2026 22:35 Page 2

উদ্যোগপতি

২১ আগষ্ট ।। ২০২৬

নয়া জামানা

মেধা ও পরিশ্রমে জয়

সুজাপুরের গর্ব সফিকুল

টিনা প্রামাণিক, নয়া জামানা, মালদহ

বাংলার গ্রামীণ জনপদের প্রতিটি ধূলিকণায় লুকিয়ে থাকে হাজারো স্বপ্ন, কিন্তু কয়জন সেই স্বপ্নকে বাস্তবের আকাশে সত্যি করে উড়িয়ে দেওয়ার সাহস দেখাতে পারে? উত্তরবঙ্গের মালদা জেলার এক প্রত্যন্ত কোণে অবস্থিত কালিয়াচকের সুজাপুর গ্রাম। নিভৃত এই পল্লী থেকেই শুরু হয়েছিল এমন এক মানুষের যাত্রা, যার জীবন আজ যেকোনো উঠতি উদ্যোক্তা কিংবা স্বপ্নদেখা তরুণ হৃদয়ের কাছে এক জীবন্ত রূপকথা। তিনি সফিকুল আলম। ৪১ বছর বয়সী এই দূরদর্শী মানুষটির জীবন ইতিহাস কেবল কোনো সাধারণ সাফল্যের আখ্যান নয়; এটি চরম প্রতিকূলতা, অদম্য ইচ্ছা, কঠোর পরিশ্রম এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তের এক মহাকাব্যিক উপাখ্যান। যে মাটির বুকে দাঁড়িয়ে একদিন তিনি ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনেছিলেন, সেই মাটির সততা আর ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আজ পৌঁছে গিয়েছেন সাফল্যের এক অনন্য চূড়ায়।সফিকুল আলমের পিতা হাজি নিরাজুল বসনী ছিলেন এলাকার একজন অত্যন্ত সম্মানিত ও নীতিবান ব্যক্তিত্ব। পিতার আদর্শ, মূল্যবোধ এবং অকৃত্রিম স্নেহের ছায়াতলে বড় হয়ে ওঠার কারণেই সফিকুলের মনে শৈশব থেকেই রূপ পেয়েছিল সত্য ও কঠোর পরিশ্রমের মূল ভিত্তি। সুজাপুরের গয়েস বাড়ির মেঠো পথ ধরে হেঁটে হেঁটে তিনি পৌঁছে যেতেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম পাঠ। শিক্ষার প্রতিটি ধাপেই তিনি দেখিয়েছেন মেধা ও সুগভীর একাগ্রতা। প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি দেওয়ার পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কেবল বইয়ের পাতায় নয়, জীবনের প্রকৃত শিক্ষা লুকিয়ে থাকে অভিজ্ঞতা ও একাগ্রতার মাঝে। বিদ্যালয়ের দিনগুলোতে তিনি ছিলেন শান্ত কিন্তু অত্যন্ত পর্যবেক্ষণশীল এক বালক। গ্রামের সাধারণ অভাব-অনটন বা সীমাবদ্ধতা তাঁর মনকে সংকুচিত করতে পারেনি, বরং প্রতি মুহূর্তে শেখার এক তীব্র আগ্রহ তাঁর মধ্যে তৈরি করেছিল।প্রাথমিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করার পর সফিকুল আলম ভর্তি হন ঐতিহ্যবাহী নয়মৌজা উচ্চবিদ্যালয়ে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে গ্রামীণ জীবনের নানান সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ সামলেও তাঁর পড়াশোনার প্রতি অনুরাগ কখনো বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। নয়মৌজা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী ও বন্ধুদের কাছে তিনি ছিলেন এক অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্র। সেখানে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকেও তিনি প্রায়শই গভীরভাবে চিন্তা করতেন কীভাবে নিজের গ্রামের উন্নয়ন করা যায়, কীভাবে নিজের পরিবার ও সমাজকে এক উন্নত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। হাইস্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে পা বাড়ান ঐতিহাসিক টি.এন.বি কলেজের দিকে। সেখানে ভর্তি হওয়া তাঁর জীবনের অন্যতম বড় একটি পদক্ষেপ ছিল, কারণ গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে এক নতুন একাডেমিক পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া এবং নিজের যোগ্যতার প্রমাণ

দেওয়া ছিল এক বড় পরীক্ষা। টি.এন.বি কলেজ থেকে তিনি অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে অর্জন করেন স্নাতক (বি.এ) ডিগ্রি। সাধারণ এক গ্রামীণ পরিবারের ছেলে হয়েও শিক্ষার এই আলোর প্রদীপ তিনি নিভতে দেননি, বরং উচ্চশিক্ষার শক্তিতে নিজেকে বলীয়ান করে জীবনের মূল রণে ঝাঁপ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর অনেকেই যেখানে একটি নিরাপদ চাকরি কিংবা বাঁধাধরা জীবনের আশ্রয়ে স্বস্তি খুঁজতেন, সেখানে সফিকুল আলমের ভেতরের উদ্যোক্তা মনটি ছটফট করছিল নতুন কিছু তৈরি করার তাড়নায়। চিরচেনা গ্রামের শান্ত শীতল পরিবেশ ছেড়ে ২০০৬ সালে তিনি একরাশ সাহস ও অনিশ্চয়তা বুকে চেপে পাড়ি জমান দেশের রাজধানী নয়াদিল্লিতে। অগণিত মানুষের ভিড়ে ঠাসা সেই মেগাসিটিতে নিজের অবস্থান তৈরি করা মোটেও সহজ কাজ ছিল না। অচেনা শহর, নতুন ভাষা, অনভিজ্ঞতা এবং তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হন তিনি। কিন্তু পিছিয়ে আসার বান্দা তিনি ছিলেন না। দিল্লির রাজপথে ঘুরে ব্যবসায়িক জগতের বাস্তব চালচিত্র, পণ্যের চাহিদা ও বিপণন কৌশল তিনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। দিল্লির বুকে ব্যবসায়িক জগতের কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে সফিকুল শিখেছিলেন কীভাবে কঠিন পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধরে নিজের লক্ষ্য স্থির রাখতে হয়। দিল্লির সেই কয়েক বছর ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা পাঠশালা। সেখান থেকেই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের জটিল সমীকরণ ও বাজার চালনার বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হন।তবে জীবনের পথচলা কখনোই সরলরেখায় চলে না। ভাগ্যের বিচিত্র গতিপথ ও পারিবারিক নানা বাস্তবতার কারণে দিল্লির অধ্যায় শেষ করে তিনি ফিরে আসেন নিজের জন্মভূমিতে। ২০১৩ সালে তিনি অশিক্ষক কর্মী (নন-টিচিং স্টাফ) হিসেবে যোগদান করেন প্রখ্যাত গনিখান চৌধুরী ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে (গনিখান কলেজ)। একটি প্রথম সারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ পাওয়া যেকোনো তরুণের জন্য অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক ও সম্মানের বিষয়। সেখানে যোগ দিয়ে তিনি প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাজের সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সরকারি কাঠামোর অধীনে একটি বাঁধাধরা চাকরির সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ত জীবন পাওয়া সত্ত্বেও সফিকুল আলমের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা সেই বিশাল স্বপ্নের অগ্নিশিখা নেভেনি। চাকরিজীবনের দায়িত্ব যথাসময়ে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার পাশাপাশি তাঁর মনের গহীনে সর্বদা ঘুরপাক খেত ব্যবসায়ী হিসেবে স্বকীয় পরিচয় গড়ে তোলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অফিসে কাজের ফাঁকে কিংবা দিনের শেষে ঘরে ফিরে তিনি প্রায়শই চিন্তাভাবনা করতেন কীভাবে নিজের স্বপ্নের প্রজেক্ট শুরু করা যায়। তিনি উপলব্ধি করতেন যে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকার জন্য তাঁর জন্ম হয়নি; নিজের ভাগ্যকে তিনি নিজের হাতেই নতুন করে সাজাবেন।দীর্ঘ কয়েক বছর ধৈর্য ধরে সঠিক সুযোগের অপেক্ষা করার পর অবশেষে আসে ২০২৫ সাল। এই বছরটি সফিকুল আলমের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো এক স্বর্ণালী অধ্যায় হয়ে আবির্ভূত হয়। জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে তিনি সঞ্চয় করছিলেন এক সঠিক মুহূর্তের জন্য। বাবার পরামর্শে জীবনের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের উদ্দেশ্যে তিনি পাড়ি দেন তিলোত্তমা শহর কলকাতায়। ব্যবসায়িক সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খোলার লক্ষে কলকাতায় পৌঁছানোর পর তিনি এক মুহূর্তের জন্যও নিজের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। তিলোত্তমার ব্যস্ত ব্যবসায়িক কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে তিনি বাজার বিশ্লেষণ করেন এবং বি ইউ ফোর অটো সেক্টরের বিশাল সম্ভাবনা অনুধাবন করেন। সেখানে সঠিক সুযোগ দেখা মাত্রই পূর্ণ শক্তি ও সাহস নিয়ে তিনি তা দুই হাতে আঁকড়ে ধরেন। আর সেই সাহসের উপর ভিত্তি করেই রূপ নেয় আজকের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান বি ইউ ফোর অটো -এর ঐতিহাসিক পথচলা। সফিকুল আলমের দূরদর্শী চিন্তা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভাবনীয় ক্ষমতার উপর ভর করে আত্মপ্রকাশ করে বি ইউ ফোর অটো-র ডিস্ট্রিবিউটার। ২০২৫ সালের ৪ঠা নভেম্বর দিনটি মালদা তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে এক নতুন মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই দিনেই আনুষ্ঠানিকভাবে মালদা কেন্দ্রিক উত্তরবঙ্গের বিশাল অঞ্চলে বি ইউ ফোর অটো -এর ডিস্ট্রিবিউশন কোলাবরেশন শুরু হয়। সফিকুলের কৌশলগত নেতৃত্ব ও নিরলস পরিশ্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই উদ্যোগ পুরো অঞ্চলে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে। বছরের পর বছর ধরে তিনি যে কঠোর পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতা জমিয়েছিলেন, তা পূর্ণ শক্তিতে প্রয়োগ করেন এই ব্যবসার প্রসারে। দিন-রাত এক করে তিনি নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করেন, সাব-ডিলারদের সাথে সখ্য গড়ে তোলেন এবং গ্রাহক পরিষেবা নিশ্চিত করেন। ফলস্বরূপ, আজ তিনি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জন্য বি ইউ ফোর অটো -এর প্রধান ও অন্যতম শীর্ষ ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

একসময় যে মানুষটি ব্যবসার সুনির্দিষ্ট দিক খুঁজে পেতে দিল্লি থেকে কলকাতায় ঘুরে বেরিয়েছেন, আজ তিনিই এক বিশাল বিতরণ ব্যবস্থার শীর্ষে দাঁড়িয়ে দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন।তবে সাফল্য মিললেও সফিকুল আলমের চোখ থমকে যায়নি বর্তমানের প্রাপ্তিতে। দূরদর্শী এই উদ্যোক্তার দৃষ্টি সর্বদা ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ। তিনি বিশ্বাস করেন যে একজন প্রকৃত উদ্যোক্তার কাজ কেবল পণ্য বিতরণ করা নয়, বরং উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং দেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখা। সেই সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য থেকেই তিনি ইতিমধ্যেই একটি বিশাল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। কঠোর পরিশ্রম, গবেষণা ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে ২০২৬ সালের নভেম্বর মাসে মালদার সুস্থানি মোড়ে তিনি নিজস্ব গাড়ি তৈরির ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন। ডিস্ট্রিবিউশন ক্ষেত্র থেকে সরাসরি উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে পদার্পণের এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কতটা বিশাল ও সুদূরপ্রসারী। ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, জমি ও দক্ষ জনবলের রূপরেখা তিনি ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছেন।কেবল পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ না থেকে তিনি তাঁর এই বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বিস্তৃত করতে চান ভারতের সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশ সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিটি রাজ্যে নিজের কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দেওয়ার এক মহাপরিকল্পনা নিয়ে তিনি এখন দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি চান উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিটি কোণায় যেন তাঁর কোম্পানির উপস্থিতি সুদৃঢ় হয়। একসময় যে গ্রাম থেকে তিনি নিঃশব্দে যাত্রা শুরু করেছিলেন, আজ সেই গ্রামের সন্তানই পুরো উত্তর-পূর্ব ভারতের বাণিজ্য মানচিত্রে নিজের স্বাক্ষর রাখতে চলেছেন। তাঁর এই মহতী উদ্যোগ অসংখ্য বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের বিশাল দুয়ার খুলে দেবে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে।বাণিজ্যিক এই বিশাল কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি সফিকুল আলমের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ী ও সুশৃঙ্খল। পারিবারিক দায়িত্ব পালনে তিনি বরাবরই এক আদর্শ অভিভাবক ও স্নেহশীল পিতা। তাঁর দুই সন্তান, মেয়ে সিজা আলম ও জ্যেষ্ঠ সন্তান আশিক ইকবাল পিতার এই সংগ্রাম ও সাফল্যকে পরম শ্রদ্ধার সাথে বুকে ধারণ করে শিক্ষার আলোয় নিজেকে গড়ে তুলছেন। আশিক বর্তমানে কলকাতার মর্যাদাপূর্ণ টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায়িক আইন ও ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে বিবি-এলএলবি কোর্সে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন। পিতার তৈরি করা সততা ও কঠোর পরিশ্রমের আদর্শই তাঁর জীবনের মূল চালিকাশক্তি। সফিকুল আলম বিশ্বাস করেন যে উপযুক্ত শিক্ষাই সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। পারিবারিক ঐক্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই তাঁদের আজকের এই সুদৃঢ় অবস্থানের অন্যতম মূল চাবিকাঠি।মালদার নিভৃত গ্রাম সুজাপুর থেকে শুরু হওয়া সফিকুল আলমের এই অবিশ্বাস্য জীবনী আজ উত্তরবঙ্গ তথা পুরো ভারতের অসংখ্য উদীয়মান ও স্বপ্নদর্শী যুবকের জন্য এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে স্বপ্নের ব্যাপ্তি যদি হয় আকাশের মতো বিশাল, আর ইচ্ছা যদি হয় ইস্পাতের মতো কঠিন;তবে গ্রামের ধূলোবালি থেকেও শুরু করে বিশ্বজয়ের নতুন গল্প লেখা সম্ভব।

প্রতিকূলতাকে জয় করে নিজের ভাগ্য নিজে গড়ার এই যে মহীয়সী যাত্রা, তা যুগ যুগ ধরে বাংলার তরুণদের নতুন কিছু করার অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাবে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 21-08-2026 22:35 Page 3

বকেয়া ডিএ কবে ? রাজ্যের কাছে স্পষ্ট জবাব চাইল হাইকোর্ট

নয়া জামানা,কলকাতাঃ রাজ্য সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রদান নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে স্পষ্ট ও চূড়ান্ত জবাব তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। বকেয়া ডিএ না পাওয়ার অভিযোগে শিক্ষক সংগঠন অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (এবিটিএ)-এর দায়ের করা মামলায় শুক্রবার এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।শুক্রবার মামলার শুনানিতে রাজ্যের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি সিনহা নির্দেশ দেন, এবিটিএ-র দাবি অনুযায়ী ঠিক কবে থেকে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মেটানো হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট সময়সূচি ও পরিকল্পনা জানাতে হবে সরকারকে। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন রাজ্যের সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। কেন্দ্র ও রাজ্যের ডিএ-র মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকায় তা মেটানোর দাবিতে বারবার সরব হয়েছেন তাঁরা। শেষে আইনি পথে হেঁটে আদালতের দ্বারস্থ হয় এবিটিএ। এখন রাজ্যের লক্ষাধিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর নজর, ১৭ সেপ্টেম্বরের শুনানিতে সরকার কী রিপোর্ট জমা দেয়, সে দিকেই।মামলাকারী সংগঠনের দাবি, রাজ্য সরকারের অধীন কর্মচারীদের ডিএ দেওয়ার প্রক্রিয়া নতুন সরকার ইতিমধ্যেই শুরু করেছে এবং এ নিয়ে অর্থ দফতর বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে। কিন্তু গ্রান্টস-ইন-এইড স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা কবে ডিএ পাবেন, বা কেন এখনও বঞ্চিত, সে বিষয়ে প্রশাসনের তরফে কোনও স্পষ্ট নির্দেশিকা নেই।এদিকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর গঠিত হয়েছে একটি কমিটি, যারা বকেয়া মেটানোর প্রস্তাব ইতিমধ্যেই শীর্ষ আদালতে জানিয়েছে। রাজ্য সরকারও প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে।তবু সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অনিশ্চয়তা কাটেনি। তাঁদের অভিযোগ, এ বিষয়ে রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট নয়, যে কারণে তাঁদের হয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় এবিটিএ।

তৃণমূলের লোকেরাই গন্ডগোল পাকাচ্ছে', অন্নপূর্ণা বিক্ষোভ নিয়ে বললেন পুরমন্ত্রী

নয়া জামানাঃ রাজ্যের মহিলাদের জন্য চালু হওয়া আর্থিক সহায়তা প্রকল্প 'অন্নপূর্ণা যোজনা' ঘিরে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন জেলায়। এই পরিস্থিতির জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়ী করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর দাবি, তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরাই ভিতর থেকে গোলমাল সৃষ্টি করছেন। বিষয়টি তিনি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনবেন বলেও জানিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ; রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে অভিযোগের পাহাড় জমছে। ভাতার টাকা না মেলা এবং আবেদন প্রক্রিয়াকরণে গাফিলতির অভিযোগে শুক্রবার একাধিক এলাকায় পথ ও রেল অবরোধ করেন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত মহিলারা। বিক্ষোভও ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন জায়গায়। পশ্চিম মেদিনীপুরে পরিস্থিতি সবচেয়ে উত্তপ্ত আকার নেয়। এদিন জেলাশাসকের কার্যালয়ে একটি পূর্বনির্ধারিত প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। দফতরে ঢোকার মুখেই সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণের মুখে পড়েন তিনি। এরপর বৈঠক চলাকালীনই জেলাশাসকের ভবনের নীচতলায় ভিড় জমান যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত বহু মহিলা। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠায় দুপুর প্রায় আড়াইটে নাগাদ বৈঠক মুলতুবি রেখে নিজেই নীচে নেমে আসেন মন্ত্রী এবং বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। বিক্ষোভস্থলে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী জানতে চান, গত জুন-জুলাই মাসে কেউ প্রকল্পের টাকা পেয়েছিলেন কি না। জবাবে উপস্থিত মহিলারা সমস্বরে জানান, তাঁরা একটি মাসেরও ভাতা পাননি। শুধু তা-ই নয়, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জন্য তাঁদের একের পর এক দফতরে ছুটতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ ওঠে। এসডিও অফিসে গেলে পুরসভায় যেতে বলা হচ্ছে, আবার পুরসভায় গেলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এসডিও অফিসে; এই টানাপোড়েনে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে জানান ভুক্তভোগীরা। মহিলাদের এই দুর্ভোগের কথা শুনে ক্ষুব্ধ মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ জেলাশাসককে একজন নোডাল অফিসার নিয়োগের নির্দেশ দেন, যাতে ভবিষ্যতে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়। মন্ত্রীর এই আশ্বাসের পরেই পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসে। বিক্ষোভের নেপথ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের 'ষড়যন্ত্র' রয়েছে বলে সরাসরি অভিযোগ করেন অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর কথায়, অনেক তৃণমূলের লোক ভিতরে বসে রয়েছে। তারাই গন্ডগোল পাকাচ্ছে। আমি মুখ্যমন্ত্রীকেও বিষয়টি জানাব। একইসঙ্গে বিক্ষোভকারী মহিলাদের ধৈর্য ধরার অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, একটু সময় দিতে হবে। সবে তো সরকার একশো দিন পূর্ণ করেছে।

সেবাশ্রয় মামলায় অভিষেককে রক্ষাকবচ

তিন মামলায় কড়া পদক্ষেপে নিষেধ হাইকোর্টের

নয়া জামানা, কলকাতাঃ সেবাশ্রয় দুর্নীতি মামলায় এখনই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নয়, নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। সেবাশ্রয় দুর্নীতি-সহ মোট তিনটি মামলায় তৃণমূল সাংসদকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই তিন মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দেন বিচারপতি। অভিষেকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মোট ১৬টি এফআইআর দায়ের হয়েছে, যার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। এর আগে পাঁচটি মামলায় রক্ষাকবচ পেয়েছিলেন, আজ আরও তিনটি যোগ হল। দু'টি বিষ্ণুপুর থানা ও একটি রবীন্দ্রনগর থানার অভিযোগ, মূলত জমি দুর্নীতি ও সেবাশ্রয় দুর্নীতি সংক্রান্ত। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত আটটি মামলায় রক্ষাকবচ পেলেন অভিষেক। শুক্রবার শুনানিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিচারপতি ভট্টাচার্যের এজলাস। নথি না দেখে রক্ষাকবচ দেওয়ার তুমুল বিরোধিতা করে রাজ্য। বিচারপতির বক্তব্য, অন্য এজলাস এমনকি বিদেশযাত্রার ছাড়পত্রও দেওয়া হয়েছে, আর মে মাস থেকে এই মামলা শুনতে গিয়ে অন্য মামলায় সময় দেওয়া যাচ্ছে না। পরবর্তী শুনানি ৭ সেপ্টেম্বর। এর আগে সই জাল মামলায় নভেম্বর পর্যন্ত রক্ষাকবচ বেড়েছে, আমতলায় দলীয় কার্যালয় ভাঙাতেও স্থগিতাদেশ মিলেছে। বিদেশে চোখের চিকিৎসার অনুমতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন অভিষেক, শর্তসাপেক্ষে অনুমতিও মেলে। কিন্তু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ থাকায় জটিলতা তৈরি হলে হাইকোর্টে মামলা করেন তিনি। অনলাইনে কেওয়াইসি সম্ভব থাকতেও সশরীরে হাজিরার শর্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বাড়ি গিয়ে কেওয়াইসি আপডেটের নির্দেশ দেন।

যাদবপুরে 'আজাদি' স্লোগান বহিরাগত বিতর্কে 'দ্বিখণ্ডিত' জুটা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে সংঘর্ষের রেশ জারি রইল শুক্রবারও। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে নন্দলাল বসুর তৈরি প্রতীকের ক্ষতি হওয়ার প্রতিবাদে 'গেরুয়া সন্ত্রাসে'র বিরুদ্ধে এদিন ক্যাম্পাসের ভিতরের মাঠে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেয় বাম ছাত্র সংগঠনগুলি। অভিযোগ ওঠে, সেই জমায়েতে প্রচুর বহিরাগত ঢুকে পড়ে এবং সেখান থেকে 'আজাদি' স্লোগান ওঠে। পড়ুয়াদের হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডেও মাওবাদী স্লোগান দেখা যায় বলে অভিযোগ। এ নিয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন বা জুটা। সম্পাদক রাজ্যেশ্বর রায় জমায়েতকে বহিরাগতদের বলে দাবি করে তাতে যোগ না দেওয়ার কথা জানান, আবার সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় ইস্যুভিত্তিক প্রতিবাদকে সমর্থনের কথা জানান। বুধবার রাত থেকেই অশান্ত যাদবপুর। ফেটসুর জিবি মিটিং ঘিরে অশান্তির সূত্রপাত। অভিযোগ, অরবিন্দ ভবনে বৈঠক চলাকালীন এবিভিপি সদস্যরা ঢুকে হামলা চালায়, পাল্টা এবিভিপির দাবি, মিটিং নিয়ে প্রশ্ন করায় বামপন্থীরা তাদের মারধর করে। সে রাতে কয়েকজন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। বৃহস্পতিবার এবিভিপি ও এসএফআই-এর পৃথক মিছিল ঘিরে সংঘর্ষ বাধে, তাতে ৪ নং গেটের কাছে নন্দলাল বসুর তৈরি এমব্লেমের ক্ষতি হয়, যার জন্য একে অপরকে দায়ী করে দুই সংগঠন।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 21-08-2026 22:35 Page 4

সম্পাদকীয়

২১ আগষ্ট ২০২৬ ।। শুক্রবার

মির্জা গালিব স্ট্রিটের বহুতল হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৯ জনের মৃত্যু নিছক একটি দুর্ঘটনা নয় এটি শহরের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা, প্রশাসনিক নজরদারি এবং নাগরিক সুরক্ষা নিয়ে এক গভীর প্রশ্নচিহ্ন।রাতের অন্ধকারে আগুনের লেলিহান শিখায় প্রাণ হারালেন নিরীহ মানুষ। তাঁদের মধ্যে চার বছরের শিশুও রয়েছে। আরও কয়েকজন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। এই মৃত্যু শুধু কয়েকটি পরিবারের ঘর অন্ধকার করেনি কলকাতার নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্ধকার দিকটিও সামনে এনে দিয়েছে।সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, যে বহুতল ভবনে একাধিক হোটেল ও গেস্টহাউস চলত। সেখানে ছিল না পর্যাপ্ত বিকল্প জরুরি নির্গমন ব্যবস্থা।সংকীর্ণ প্যাসেজ উদ্ধারকাজকে করে তুলেছিল আরও কঠিন। আগুনে অধিকাংশের শরীর পুড়ে যায়নি কিন্তু ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষ।অর্থাৎ আগুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল নিরাপদে বেরিয়ে আসার পথের অভাব।প্রশ্ন এখানেই একটি ভবনে দিনের পর দিন ব্যবসা চলল, পর্যটক ও রোগীর পরিবারের মতো সাধারণ মানুষ সেখানে থাকলেন অথচ অগ্নিনিরাপত্তার মতো মৌলিক বিষয়টি কি যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল? নিয়ম আছে, পরিকাঠামো আছে দমকলের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু নিয়ম কার্যকর না হলে, পরিদর্শন কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকলে এবং বেআইনি নির্মাণ বা অনুমোদনহীন ব্যবসার বিরুদ্ধে সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে সেই ব্যবস্থার মূল্য কোথায়? তারাপীঠের মর্মান্তিক হোটেল অগ্নিকাণ্ডের ক্ষত এখনও শুকোয়নি। তার মধ্যেই কলকাতায় ফের একই ধরনের প্রাণহানি। পরপর এমন ঘটনা প্রমাণ করছে, হোটেল, লজ, গেস্টহাউস কিংবা বহুতল বাণিজ্যিক ভবনে অগ্নিনিরাপত্তাকে আর কোনওভাবেই হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই।সরকার শহরের হোটেল, লজ ও গেস্টহাউসগুলির অগ্নিনিরাপত্তা অডিটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটি অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।কিন্তু অডিট যেন শুধুমাত্র কয়েকদিনের অভিযান হয়ে না থাকে। প্রতিটি ভবনের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা, জরুরি বহির্গমন পথ, বৈদ্যুতিক সংযোগ, দমকলের অনুমোদন এবং অতিথিদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। ত্রুটি ধরা পড়লে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, সে মালিক যতই প্রভাবশালী হোন না কেন।রাজনৈতিক চাপানউতোরও এই মুহূর্তে মুখ্য বিষয় হতে পারে না।কোন সরকার কতটা দায়ী, সেই হিসাব পরে হবে। এখন সবচেয়ে জরুরি হল এই মৃত্যুর দায় কার, কোথায় গাফিলতি ছিল এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঠেকাতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার স্বচ্ছ উত্তর খুঁজে বের করা।মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো, আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং তদন্তের নির্দেশ দেওয়া প্রশাসনের দায়িত্ব। কিন্তু তার চেয়েও বড় দায়িত্ব হল, পরবর্তী 'মির্জা গালিব স্ট্রিট' তৈরি হতে না দেওয়া।একটি শিশুর মৃত্যু যেন কেবল সংবাদ শিরোনাম হয়ে না থাকে। ৯টি প্রাণের বিনিময়ে অন্তত কলকাতা শিখুক; অগ্নিনিরাপত্তা কোনও আনুষ্ঠানিকতা নয়, মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার।আগুন নিভেছে কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেছে।

সত্যাগ্রহ ও অছিব্যবস্থা গান্ধীর দর্শনের আজকের প্রাসঙ্গিকতা

কৌশিক সেন
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পর্ব

প্রতিটি যুগে একজন মানুষকে খোঁজে, যিনি সমাজকে নতুন পথ দেখাতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সেই মানুষটা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি বন্দুক হাতে মানুষকে যুদ্ধ শেখাননি, শিখিয়েছিলেন সত্যকে আঁকড়ে ধরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। তিনি ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করেননি, বরং ক্ষমতা ও সম্পর্কে মানুষের কল্যাণে ব্যবহারের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, মানুষের প্রকৃত জয় প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার মধ্যে নয়, বরং মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলার মধ্যে। সত্যাগ্রহ এবং অছিব্যবস্থা সেই জাগরণেই দুটি উজ্জ্বল অধ্যায়, যা আজও আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির জন্য সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। ভালোবাসার মধ্য দিয়ে যেমন হিংসাকে জয় করার কথা গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন। তেমনি মহাত্মা গান্ধী সত্যের পথে অবিচল এবং নিষ্ঠার বার্তা সকলের মধ্যে যেভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তা অস্মরণীয়। সত্যাগ্রহ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো;সত্যের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা । গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকায় এই আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ১৯১৫ সালের ৯ জানুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে আগমনের পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে এদেশের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ছোঁয়া আমাদের দেশের জাগরিত হয়ে ওঠে। ১৯১৭ সালে চম্পারন সত্যাগ্রহ ছিল আমাদের দেশের প্রথম জাগরিত হয়ে ওঠা প্রথম গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহী আন্দোলন এবং এটিকে বলা চলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ বা ঘটনাবলী সমূহ যা আমাদেরকে বা জনগণকে এক অন্যরকম আদর্শের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে হিংসার দ্বারা কখনো জয় করা যায় না। সত্যই হলো একমাত্র আশ্রয় যার দ্বারা বিশ্বকে জয় করা সম্ভব। যাই হোক মূল আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসা প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধী এই চম্পারন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অহিংস প্রতিরোধের সূচনাটা ছিল এরকম ; ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অহিংসাকে কিভাবে প্রতিরোধ করে কিভাবে সত্যকে উপস্থাপন করা যায় তার প্রচেষ্টা ছিল এই অহিংস প্রতিরোধের একটা সূচনা।এই কৌশলটিকে সত্যাগ্রহ বলে অভিহিত করেন যার অর্থ হলো- সত্য-শক্তিদ। এই আন্দোলনের পটভূমি বা সূচনা ছিল নীল চাষীর জন্য একটি পরিচালিত অঞ্চল, যেটি ব্রিটিশ জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হতো। এই অঞ্চলে জোরপূর্বক ভাবে নিজেদের খাদ্যশস্যের পরিবর্তে নীল চাষ করতে বাধ্য করাতো। ব্রিটিশরা এই নীল চাষীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাত। নীলচাষীরা যে পরিমাণ তার উপার্জন করতো তার অধিকাংশই খাজনা হিসেবে নীলকর সাহেবদের দিতে হতো । এরকম নীলচাষীদের উপর অত্যাচার দেখে মহাত্মা গান্ধী বিহারের চম্পারন নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সূচনা করেন। মহাত্মা গান্ধীকে চম্পারনে নিয়ে আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন রাজকুমার শুক্লা নামে এক স্থানীয় কৃষক । এবং, ১৯১৬ সালে মহাত্মা গান্ধীর সাথে দেখা করেছিলেন। তাদের অভিযোগের কথা এবং তাদের উপর পরিচালিত অন্যায়-অত্যাচারের কথা এবং ব্রিটিশদের দ্বারা শোষিত নিপীড়নের কথা, দুঃখ-দুর্দষার কথা বলেছিলেন। এবং মহাত্মা গান্ধীর কাছে সাহায্যের প্রার্থনা চেয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে মহাত্মা গান্ধীর চম্পারনে আসেন। রাজকুমার শুক্লা নামক এক কৃষকের আহ্বানে এবং এসে তাদের সমস্যার কথা শুনেন । মহাত্মা গান্ধীর চম্পারন এসে বেশ কয়েক মাস কাটিয়ে ছিলেন, সেখানে স্থানীয় কৃষকদের সাথে কথা বলেন তাদের সমস্যার কথা বুঝতে পারেন। ব্রিটিশদের যে অন্যায়-অত্যাচার কৃষকদের প্রতি নিপীড়নমূলক আচরণ তার প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। গান্ধী সেখানে এসে সত্য-শক্তি বা অহিংস প্রতিরোধ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অহিংস উপায়ে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় তার সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ বা আমেদাবাদ মিল ধর্মঘট নামে পরিচিত। বলা চলে এটি মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা পরিচালিত অন্যতম বড় ঐতিহাসিক বিপ্লবী আন্দোলন। এই আন্দোলনটির সূত্রপাত ১৯১৮ সালে আমেদাবাদে কটন মিল শ্রমিকদের দ্বারা সংঘটিত হয়। আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দুটি মূল কারণ ছিল প্রথমত- বোনাশ সমস্যা এবং দ্বিতীয়ত- মজুরি সমস্যা। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আহমেদবাদ-বোম্বে-প্রেসিডেন্সির অংশ ছিল। সেই সময় এই অংশটির নাম করা একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। ব্রিটিশ আমলে আমেদাবাদ তুলা ও সুতি বস্ত্র শিল্পের বিকাশ ঘটে। ব্রিটিশরা তুলা ও সুতি বস্ত্রের আমদানি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মিল মালিকেরা তাদের মুনাফা বাড়িয়ে নেন।অপরদিকে মিল মজুরি ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু, মিল মালিকেরা শুধুমাত্র ২০ শতাংশ বৃদ্ধি দিতে প্রস্তুত ছিল এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মিল শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামেন। মিল মালিক ২২ ফেব্রুয়ারি মিল শ্রমিকদের প্রবেশ পথে তালা লাগিয়ে দেন এবং এবং মহাত্মা গান্ধী মিল শ্রমিকদের পক্ষ নেন। শ্রমিকদের দাবি ৩৫ শতাংশ নামিয়ে আনার পরামর্শ দেন। মিল শ্রমিকদের সাথে মহাত্মা গান্ধী তিনিও অমরণ অনশন শুরু করেন। আন্দোলনের গতিপথ এতটাই ব্যাপকতার আকার ধারণ করে অনশনে চতুর্থ দিনে মিলের মালিকপক্ষ ৩৫ শতাংশ মজুরী বৃদ্ধি করতে রাজি হয়ে যান। এবং ২১ দিনব্যাপী চলতে থাকা এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে পরিসমাপ্তি ঘটে।১৯১৮ সালের ১১মার্চ আমেদাবাদের সত্যাগ্রহ মাত্র চারদিন পরেই বলাচলে গান্ধীজীর অন্যতম অহিংস আন্দোলন যা গুজরাটের খেদা বা খেরা বা কায়রা জেলার খেদা সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংঘটিত হয়। তৎকালীন খেদা গ্রামে মানুষজনের জীবিকা নির্ভর পথ ছিল একমাত্র পাট চাষ । এই পাট চাষেই বলা চলে অর্থ উপার্জণের একমাত্র পথ । এই খেদা সত্যাগ্রহ সর্দার প্যাটেল এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল । ১৯১৭-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষ, অতিবৃদ্ধি, শস্য হানি এবং প্লেগের মতো অতিমারীর ফলে খেদা জেলার কৃষকরা সমস্যায় পড়ে । খেদা সত্যাগ্রহের মূল কারণ ছিল দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ বন্যা দেখা দেই । এবং, দুর্ভিক্ষের ফলে ব্যাপক হারে ফসল নষ্ট হয়েছিল। অপরদিকে ব্যাপকহারে ফসলের ক্ষতি মেনে নিতে অস্বীকার করে সরকার এবং সরকার এই কৃষকদের উপর ভূমি কর আদায়ের জন্য জোর দেয়। এর ফলে কৃষকদের দুর্দশা বাড়ে এবং কৃষকরা সরকারের কাছে ভূমিকর বা রাজস্ব কর মুকুবের আবেদন জানায় । কিন্তু সরকার এই কৃষকদের কথায় কোন কর্ণপাত করেনি। এমতাবস্থায় গান্ধীজীর নেতৃত্বে কৃষকরা আন্দোলন শুরু করেন । মহাত্মা গান্ধী, বল্লভ ভাই প্যাটেল, ইন্দুলাল ইয়াগ্নিক প্রমুখ তরুণদের নিয়ে সত্যাগ্রহ শুরু করেন এমন কৃষকরা যাতে কোন কর না দেন সে বিষয়ে জ্ঞাত করেন। পরবর্তীকালে সরকার কৃষকদের চাপের কাছে নত বাধ্য হয়। এপ্রিল মাসে বোম্বে সরকার কৃষকদের দাবি পূরণ করে। শেষ পর্যন্ত সরকার জমির খাজনা মুকুব করে দেন। এবং রাজস্বের হার ৩৫ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ করা হয় জুন মাসে মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন তুলে নেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এর মতে খেদা সত্যাগ্রহ আঞ্চলিক আন্দোলন হলোও তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চরিত্রের রূপান্তর ঘটিয়েছিল। শান্ত ও নিরীহ গ্রামবাসীর আত্মবিশ্বাস উদ্বুদ্ধ হয়ে এই অভিনব পন্থা বেছে নিয়েছিল, যা সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষিত করেছিল।

অছিব্যবস্থা Trusteeship

Let those in power consider themselves trustees and use the vast resources- power- and accompanying influence for the good of people rather than for personal good. M.K Gandhi

মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্র দর্শনের একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ দিক বা নিদর্শন হলো আছিব্যবস্থা বা ।এই আছিব্যবস্থা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিশাল প্রভাব ফেলেছিল এবং পরবর্তীকালে বিশ্বের অন্যান্য দেশের নাগরিকগণ এই আন্দোলনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এই অছিব্যবস্থা শুধুমাত্র রাজনৈতিক দিক থেকে পরিবর্তন নয়। এটি ছিল একটি সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ যেখানে ন্যায়, মানবিকতা এবং সমতার ধারণাকে সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে ।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 21-08-2026 22:35 Page 5

টুলু কাণ্ডে প্রবীরের হেফাজত বাড়ল, নিলামে সরকারি কোষাগারে ৪.৩৭ কোটি

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, সিউড়িঃ বীরভূমের বহুল আলোচিত টুলু মণ্ডল কাণ্ডের তদন্তে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেই চলেছে। পাথর ব্যবসা ও ডি.সি.আর জালিয়াতি মামলায় গ্রেপ্তার সিউড়ি মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের হেড ক্লার্ক প্রবীর দাসকে আরও তিন দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিল সিউড়ি আদালত।গত ১৫ আগস্ট পলাতক পাথর ব্যবসায়ী মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের বেআইনি খাদান পরিচালনা ও আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে সিউড়ির কল্লতরু পল্লির বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হন প্রবীর দাস। টুলুর এক ঘনিষ্ঠ ম্যানেজারের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া ডায়েরির সূত্র ধরেই তাঁর নাম উঠে আসে। ছয় দিনের হেফাজতের মেয়াদ শেষে শুক্রবার ফের আদালতে তোলা হলে পুলিশের চার দিনের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিন দিনের হেফাজত মঞ্জুর করে

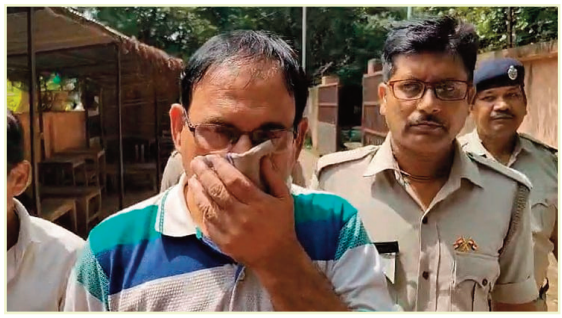

আদালত। এই মামলায় প্রথমবার কোনও সরকারি কর্মীর নাম জড়ানোয় তদন্তের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে।এদিকে, টুলু মণ্ডলের রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাস জানায়, তদন্তের এই পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করবে না আদালত। রাজ্যের দাবি, বালি-পাথর পাচার, তোলাবাজি, জাল নথি ও জমি দখল-সহ সংঘবদ্ধ অপরাধের মাধ্যমে বিপুল অবৈধ সাম্রাজ্য গড়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।পাশাপাশি মহম্মদবাজারের বাজেয়াপ্ত বালি ই-নিলামে বিক্রি করে সরকারি কোষাগারে জমা পড়েছে ৪ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকারও বেশি রাজস্ব; মুর্গাবুনির বালি ২ কোটি ৭৩ লক্ষ ও কাবিলনগরের বালি ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়।

প্রায় ৩২ কোটি টাকার পাথর নিলামেরও প্রস্তুতি চলছে। তল্লাশি সত্ত্বেও এখনও অধরা টুলু। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৭ আগস্ট।

পুরুলিয়ায় অন্নপূর্ণা যোজনার বকেয়া ভাতার দাবিতে নারীদের তীব্র বিক্ষোভ

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ অন্নপূর্ণা যোজনার বকেয়া টাকা না পাওয়ায় পুরুলিয়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তীব্র বিক্ষোভ দেখালেন আবেদনকারী মহিলারা। শুক্রবার পুরুলিয়া-বাঁকুড়া ৬০(এ) নম্বর জাতীয় সড়কের রেণীরোড এলাকায় পথ অবরোধ শুরু হয়। একই সাথে পুরুলিয়া- জামশেদপুর ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কও অচল করে দেন ক্ষুব্ধ মহিলারা। ফলে এদিন সকাল থেকে ব্যস্ততম দুই রাস্তায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং আটকে পড়ে বহু যানবাহন।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, অফলাইন বা অনলাইনে দু-তিন মাস আগে আবেদন জমা দেওয়া সত্ত্বেও তাদের একাউন্টে কোনো টাকা ঢোকেনি। পৌরসভা ও

সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে বারবার চক্কর কেটেও মেলেনি কোনো সুরাহা। শেষমেশ দাবি আদায়ে বাধ্য হয়ে তারা রাস্তায় নামেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুরুলিয়া সদর থানার আইসি-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী দ্রুত পৌঁছায়। পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর সমস্যা সমাধানের আশ্বাস মিললে মহিলারা আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। সকাল ১১টা নাগাদ যান চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক হয়।

কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মশালা ময়নাগুড়িতে, দলীয় শক্তি বৃদ্ধিতে বিশেষ বৈঠক

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে দলের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া জোরদার করতে কর্মী ও স্থানীয় নেতৃত্বদের নিয়ে এক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ২৫ সদস্যের কমিটির সমন্বয়ক ও পর্যবেক্ষক রোজ লিনা তির্কি এবং নবনীতা তির্কি। আগামী দিনে কীভাবে ময়নাগুড়িতে দলের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করা যায় এবং

সংগঠনকে বহুদূর এগিয়ে নেওয়া যায়, সে বিষয়ে আগত নেতৃত্বরা উপস্থিত কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন ও তাঁদের মতামত শোনেন।ব্লক কংগ্রেসের সম্পাদক সমর শর্মা জানান, এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হল সংগঠনের বিস্তার ও দলীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করা। অন্যদিকে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি জিবেশ হোড় উল্লেখ করেন, বর্তমানে বহু মানুষ কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। দলে কাদের এবং কীভাবে নতুন সদস্য হিসেবে যুক্ত করা হবে, তা নেতৃত্ব স্থির করবে। সাধারণ মানুষের সমর্থনের দিকে নজর রেখে আগামী দিনে সংগঠন এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে দলীয় নেতৃত্ব আশাপ্রকাশ করেন।

গোবিন্দপুর পঞ্চায়েতে ক্ষমতার বদল ! অনাস্থায় অপসারিত খাতিজা, নতুন প্রধান করিমা

নয়া জামানা, ইসলামপুর ইসলামপুর ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা ভোটে প্রধানের পদ হারালেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি জাকির হোসেন-ঘনিষ্ঠ খাতিজা খাতুন। একাধিক দুর্নীতি ও পঞ্চায়েতে দীর্ঘ অনুপস্থিতির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন সদস্যদের একাংশ। শুক্রবার কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় ভোটাভুটি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।২৩ আসন বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তমানে ২২ জন সদস্য রয়েছেন। ভোটাভুটিতে ১২ জন সদস্যের সমর্থন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নতুন প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন করিমা বেগম। উল্লেখ্য, ২০১৮ ও ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই অঞ্চলের প্রার্থীরা নির্দল হিসেবে জয়ী

হয়েছিলেন। পরবর্তীতে সদস্যরা স্থানীয় ব্লক তৃণমূল সভাপতি ও চোপড়ার বিধায়কের অনুগামী হিসেবে বিভক্ত হয়ে পড়েন। নবনির্বাচিত প্রধান করিমা বেগম জানান, তাঁরা নির্দল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে চান। এই জয়ের পর গোবিন্দপুরে সমর্থকদের আবির খেলা ও বিজয় মিছিলের মধ্য দিয়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়।

এক মাসের শিশুর দুই চোখে সফল গ্লুকোমা অস্ত্রোপচার বর্ধমান মেডিকেলে

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ জন্মের মাত্র দু'দিনের মাথায় দু'চোখে জন্মগত গ্লুকোমা ধরা পড়ে এক সদ্যোজাত শিশুর। দৃষ্টিশক্তি চিরতরে হারানোর প্রবল আশঙ্কা থাকলেও, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের চিকিৎসকদের তৎপরতায় কাটল সেই অন্ধকার। এক মাস বয়সে মাত্র একবারই সাধারণ অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে শিশুটির দুই চোখেই সফল অস্ত্রোপচার করা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, শিশুদের জন্মগত গ্লুকোমার ক্ষেত্রে একই সাথে দুই চোখের চিকিৎসা এই প্রথম।জানা গিয়েছে, শিশুটির পরিবারে এই রোগের ইতিহাস রয়েছে। তার ঠাকুমা শৈশবে একই কারণে একটি চোখের দৃষ্টি হারিয়েছিলেন। বিষয়টি জানার

পর প্রথমে অ্যান্টি-গ্লুকোমা ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন চিকিৎসকেরা। পরবর্তীতে শিশুটির শরীর সাধারণ অ্যানাস্থেশিয়া নেওয়ার উপযুক্ত হলে অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ট্র্যাবেকুলোটমি ও ট্র্যাবেকুলেকটমি অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। এই জটিল প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করেন সহকারী অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ সরকার এবং সিনিয়র রেসিডেন্ট অনামিকা পাল। শিশু ও অ্যানাস্থেশিয়া বিভাগের চিকিৎসকদের যৌথ প্রচেষ্টাতেই এই কঠিন কাজ সম্ভব হয়েছে।চিকিৎসকদের মতে, শিশুদের জন্মগত গ্লুকোমা অত্যন্ত বিরল। সময়মতো চিকিৎসা না পেলে শিশু সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই বিরল অস্ত্রোপচারের সফলতা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসাব্যবস্থায় এক নতুন মাইলফলক যোগ করল।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 21-08-2026 22:35 Page 6

ফের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু, শোকগ্রস্ত পরিবারের পাশে খলিলুর রহমান

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদঃ চেন্নাইয়ে রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়ে সাগরদিঘীর কাবিলপুর অঞ্চলের তেঘরীপাড়া গ্রামের ২১ বছর বয়সি যুবক সামিউল শেখের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। প্রায় ছয় মাস আগে কাজের উদ্দেশ্যে তিনি তামিলনাড়ুতে পাড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁর অকালমৃত্যু হয়। এই ঘটনায় নিহতের পরিবারসহ সমগ্র এলাকায় চরম শোকের ছায়া নেমে এসেছে।খবর পেয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে শুক্রবার বিকেলে জাঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ খলিলুর রহমানের একটি প্রতিনিধি দল মৃত যুবকের বাড়িতে উপস্থিত হয়। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা পরিবারের শোকাহত সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। শুধু তাই নয়, পরিবারের এই চরম সংকটের দিনে সাংসদের তরফ থেকে আর্থিক অনুদান ও প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।উক্ত প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন অরূপ মণ্ডল, আয়ানা রহমান, আসাদুল হক, হোসনে মোবারক, জঈনুদ্দিন শেখ এবং মোঃ নেজামুদ্দিন সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। যুবকের এই আকস্মিক বিয়োগে যখন পরিবারটি দিশেহারা, তখন সাংসদের পক্ষ থেকে দ্রুত এই মানবিক সহায়তা ও পাশে থাকার উদ্যোগকে স্থানীয় বাসিন্দারা সাধুবাদ জানিয়েছেন।

অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকার দাবিতে উত্তরবঙ্গে মহিলাদের বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ

নয়া জামানা ঃ অন্নপূর্ণা ভান্ডারের বকেয়া টাকা দীর্ঘদিন ধরে না পাওয়ার অভিযোগে উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন উপভোক্তা মহিলারা। শুক্রবার ফালাকাটা, খড়িবাড়ি এবং ময়নাগুড়িতে আলাদাভাবে দফায় দফায় পথ অবরোধ ও বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তারা। ফালাকাটার ধূপগুড়ি মোড়ে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক প্রায় ঘণ্টাখানেক অবরোধ করে রাখেন আন্দোলনকারীরা। তীব্র রোদ-গরমে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল, চরম নাজেহাল হন নিত্যযাত্রীরা। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠলেও ক্ষুব্ধ মহিলারা ফালাকাটা পুরসভা ও বিডিও অফিসে গিয়ে আবার বিক্ষোভ শুরু করেন। পরিস্থিতি সামলাতে নাজেহাল পুলিশ বিডিও অফিসের কোল্যাপসিবল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়।একই ছবি দেখা যায় ময়নাগুড়িতেও। সেখানে আসাম থেকে শিলিগুড়িগামী জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক মহিলা। ফলে ব্যস্ততম সড়কে তৈরি হয় দীর্ঘ যানজট। পরে পুলিশের মধ্যস্থতায় অবরোধ তুলে মহিলারা বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান শুরু করেন। ময়নাগুড়ির বিডিও সৌমেন দাস আশ্বাস দেন যে বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্রুত আলোচনা করা হবে। অন্যদিকে, খড়িবাড়ি ব্লক অফিসেও মহিলারা স্মারকলিপি প্রদান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। তবে সেখানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে বিডিও দীপ্তি সাউ দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।সমস্যা মোকাবিলায় খড়িবাড়ি ব্লক অফিসে একটি বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র বা হেল্পডেস্ক চালু করা হয়েছে।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পোর্টালে ফোন নম্বর ও ওটিপি দিয়ে আবেদনকারীরা নিজেদের স্ট্যাটাস পরীক্ষা করতে পারবেন। আবেদনে কোনো ভুল বা ফার্দার ভেরিফিকেশন দেখালে নির্দিষ্ট অপশনে গিয়ে উপযুক্ত কারণ দর্শিয়ে ৫০ থেকে ২০০ কেবির মধ্যে প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করা যাবে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে বিডিও অফিস থেকে সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে।

হরিরামপুর কলেজে পথ জীবিকা ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি নিয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার

সাজাহান আলি, নয়া জামানা, পতিরাম ঃ হরিরামপুর দেওয়ান আব্দুল গনি কলেজে অর্থনীতি ও পথ জীবিকা বিষয়ক একটি সফল আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের মূল বিষয়বস্তু ছিল 'পথ জীবিকা- চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও টেকসই ভবিষ্যৎ'। ভারতবর্ষ, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও সুইজারল্যান্ডের মতো বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি, পথ বিক্রেতা, নগর জীবন এবং আধুনিক কর্মসংস্থান নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ডঃ মোঃ ইসমাইল জানান, পথ জীবিকা কেবল ফুটপাতের ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি নগর অর্থনীতির একটি মূল ভিত্তি। তাই উচ্ছেদের বদলে এই পেশার মানুষদের জীবিকার নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেমিনারে ড. তাপস পাল অ্যাপ-ভিত্তিক গিগ অর্থনীতি এবং অনলাইন পরিষেবার সুযোগ নিয়ে আলোকপাত করেন। আন্তর্জাতিক বক্তাদের বক্তব্যে বিভিন্ন দেশে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির বিস্তার ও টেকসই উন্নয়নের চিত্র ফুটে ওঠে।পরিসংখ্যান উল্লেখ করে জানানো হয়, বিশ্বজুড়ে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ এবং এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রায় ১৩০ কোটি মানুষ অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাবের উদ্বোধনী ভাষণ, অধ্যাপক ছহির আলী মিঁয়ার ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক জুবের আহমেদের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই সেমিনারে অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

কনিষ্ঠ বয়সে আবৃত্তিতে জাতীয় স্বীকৃতি অর্কস্মিতের

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ মাত্র ৭ বছর ৭ মাস বয়সে আবৃত্তিতে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য 'ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস'-এ নাম তুলল মেদিনীপুরের অর্কস্মিত পাখিরা (মিশুক)। মেদিনীপুর শহরের নজরগঞ্জের বাসিন্দা, শিক্ষক ড হীরুলাল পাখিরা ও শিক্ষিকা প্রিতিশা দে-র একমাত্র সন্তান অর্কস্মিত রয়্যাল অ্যাকাডেমির দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। স্পস্ট উচ্চারণ, সাবলীল উপস্থাপনা এবং নিয়মিত অনুশীলনের জোরেই সে এই সাফল্য অর্জন করেছে।ছোটবেলা থেকেই আবৃত্তির প্রতি গভীর অনুরাগী অর্কস্মিত তার গুরুর প্রশিক্ষণ ও পরিবারের সহযোগিতায় নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করেছে। এই জাতীয় স্বীকৃতিতে আনন্দে ভাসছে তার পরিবার, বিদ্যালয় ও স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিবারের মতে, এই অর্জন তার ভবিষ্যতের পথচলার এক গুরুত্বপূর্ণ সূচনা মাত্র। অল্প বয়সেই অর্কস্মিতের এই অর্জন মেদিনীপুর জেলাকে গর্বিত করার পাশাপাশি আগামী প্রজন্মের শিশুদের নিজস্ব স্বপ্ন পূরণে অনুপ্রাণিত করবে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 21-08-2026 22:35 Page 7

হরমুজে হঠাৎ রকেট হামলা

জাহাজের ভিতরেই আশ্রয় ভারতীয় নাবিকদের !

নয়া জামানা ঃ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে জ্বালানি পরিবহণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালীতে একের পর এক হামলার শিকার হচ্ছে বাণিজ্যিক জাহাজ, আর তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে সেখানে কর্মরত ভারতীয় নাবিকদের উপর। বিশ্বজুড়ে যত সমুদ্রকর্মী রয়েছেন, তাঁদের প্রায় ১২.২ শতাংশই ভারতীয়; যে কারণে এই সংঘাতের আঁচ সবচেয়ে বেশি এসে পড়ছে দেশের নাবিক সম্প্রদায়ের উপর।

ভারতীয় নাবিকদের একটি সংগঠন সম্প্রতি গত এপ্রিল মাসের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছে, যা যুদ্ধ পরিস্থিতির ভয়াবহতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। ২২ এপ্রিল হরমুজ প্রণালীতে পানামার পতাকাবাহী একটি পণ্যবাহী জাহাজকে ঘিরে ধরে হামলা চালায় ইরানের ইসলামিক রেভিলিউশনারি গার্ড কর্পস। ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, জাহাজ লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে রকেটচালিত গ্রেনেড, আর প্রাণ বাঁচাতে জাহাজের ভেতরে আশ্রয় নিচ্ছেন আতঙ্কিত নাবিকরা। ওই জাহাজে সে সময় ২১ জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন বলে জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রক। জাহাজের ক্ষয়ক্ষতি হলেও স্বস্তির বিষয়, সব ভারতীয় নাবিক নিরাপদে ছিলেন।এর আগে এক ভারতীয়ের মৃত্যুর ঘটনায় ইরানের উপ-রাষ্ট্রদূতকে তলব করে কড়া বার্তা দিয়েছিল নয়াদিল্লি। পরিস্থিতি সামাল দিতে জাহাজ মালিক, পরিচালন সংস্থা ও নিয়োগকর্তাদের উদ্দেশে বিশেষ নির্দেশিকাও জারি করে কেন্দ্র, যেখানে স্পষ্ট বলা হয়; হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী কোনও জাহাজে যেন নতুন করে ভারতীয় নাবিক নিয়োগ না করা হয়।চলতি মাসের শুরুতে জাহাজ মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, উত্তপ্ত উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে ইতিমধ্যে ৩,৯৭২ জন ভারতীয় নাবিককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। নাবিক ও তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চালু হওয়া বিশেষ কন্ট্রোল রুমে এখনও পর্যন্ত ১৫, ৭৭১টি ফোন কল এবং ৩৬,৪৯৯টি ইমেল জমা পড়েছে। মন্ত্রকের হিসেব অনুযায়ী, গত ছয় মাসের সংঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন ১৬ জন ভারতীয়, যাঁদের মধ্যে ১০ জনই নাবিক। প্রয়াতদের পরিবারকে 'সিফেয়ারার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড সোসাইটি'-র মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই কূটনৈতিক স্তরে দ্বিমুখী কৌশল নিয়েছে ভারত সরকার; একদিকে দেশে জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রাখার চেষ্টা, অন্যদিকে নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ। ইরান, আমেরিকা-সহ মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে কথা বলেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই কূটনৈতিক তৎপরতা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

পেলেট-আহত সাহিলকে সঙ্গে নিয়ে এফআইআরের দাবিতে

থানার বাইরে রাহুল-প্রিয়াঙ্কা

নয়া জামানা ঃ পেলেট গানে আহত ছাত্র সাহিল লাচোভকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার বাইরে ধরনায় বসলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ঘটনার সূত্রপাত 'যুব কংগ্রেসের' সংসদ চলো অভিযানকে ঘিরে, যেখানে গত ২০ জুলাই পুলিশের ছোড়া ছররা গুলিতে জখম হন সাহিল। শুক্রবার সকালে এই ঘটনায় এফআইআর দায়েরের দাবি নিয়ে থানায় যান কংগ্রেস সাংসদ রাহুল, কিন্তু পুলিশ তাতে সাড়া না দেওয়ায় শেষমেশ থানার বাইরেই বিক্ষোভে বসে পড়েন তিনি ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। ইতিমধ্যে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স।জানা গিয়েছে, এদিন প্রথমে মন্দির মার্গ থানায় গিয়ে এফআইআরের দাবি জানান রাহুল। সেখানেও পুলিশ রাজি না হওয়ায় আহত সাহিলকে সঙ্গে নিয়ে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় পৌঁছন তিনি। থানার ডিসিপি-র সঙ্গে কথা বলেও কোনও সদর্থক সাড়া না পেয়ে থানা চত্বরের বাইরেই ধরনায় বসে পড়েন বিরোধী দলনেতা। পেলেট গানের

আঘাতে সাহিলের চোখ ও পেটে গুরুতর জখম হয়, এইমসের ট্রমা সেন্টারে তাঁর অস্ত্রোপচারও হয়েছে।সাংবাদিকদের সামনে একটি কৌটো তুলে ধরে রাহুল দাবি করেন, সাহিলের শরীর থেকে বের করা ছররা গুলি রয়েছে তাতে। তাঁর অভিযোগ, সাহিলের শরীরে প্রায় ২০০টি ছররা গুলি রয়েছে, যার মধ্যে তিনটি চোখে লেগেছে। এইমস ও লেডি হার্ডিঞ্জ হাসপাতালের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, হৃদপিণ্ডের কাছেও একটি গুলি রয়ে গিয়েছে, যা অস্ত্রোপচার করে বের করা সম্ভব হয়নি। দিল্লি পুলিশ পেলেট গান ব্যবহারের কথা অস্বীকার করায় প্রশ্ন তুলে রাহুল বলেন, পুলিশ যদি গুলি না চালিয়ে থাকে, তাহলে কে চালাল, সেটাই স্পষ্ট হওয়া দরকার। এফআইআর না নেওয়াকে সংবিধানের অবমাননা বলে অভিহিত করে তিনি সাহিলের মতো আহত সমস্ত পড়ুয়ার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন।এই প্রতিবাদে সংহতি জানাতে থানার বাইরে হাজির হন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, দলের মিডিয়া ইনচার্জ তথা সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এবং প্রবীণ নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। অধীর অভিযোগ করেন, পুলিশ স্বেচ্ছাচারী আচরণ করছে এবং পড়ুয়াদের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করছে।সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে কংগ্রেস জানিয়েছে, গত ১৪ অগস্ট আইনজীবীর মাধ্যমে দিল্লি পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছিলেন সাহিল, কিন্তু পুলিশ তাঁকে কোনও অভিযোগ নম্বর দেয়নি। ১৭ অগস্ট ইমেল ও ফোনে ফের যোগাযোগ করলেও একই ফল হয়, অভিযোগ নথিভুক্তির কোনও প্রমাণ মেলেনি।

শাহের সঙ্গে বৈঠকের পরেই বিতর্কে বিজয়, আসন পুনর্বিন্যাসে সুর নরম টিভিকে প্রধানের ?

নয়া জামানা ঃ বাদল অধিবেশনে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শেষমেশ সংসদে পেশ হয়নি আসন পুনর্বিন্যাস বিল। তার কয়েকদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তামিলনাড়ুর অভিনেতা-রাজনীতিক তথা টিভিকে প্রধান বিজয়। বৃহস্পতিবারের এই বৈঠকের পর থেকেই জাতীয় রাজনীতিতে জল্পনা তুঙ্গে; দীর্ঘদিনের বিরোধিতার অবস্থান থেকে সরে এসে কি এবার আসন পুনর্বিন্যাস বিলে সমর্থন জানাতে চলেছেন বিজয়? শাহী সাক্ষাতের পর থেকেই একের পর এক কটাক্ষের মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁকে।সূত্রের খবর, বৈঠকে বিজয় অমিত শাহের কাছে আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে সুনির্দিষ্ট গ্যারান্টি দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, কোনও রাজ্যের প্রতিনিধিত্বের হার যেন কোনওভাবেই কমে না যায়, সে বিষয়ে কেন্দ্রকে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাফল্যকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কৃতিত্ব হিসেবে তুলে ধরে তিনি জানিয়েছেন, এই কারণে কোনও রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব কমিয়ে দেওয়া উচিত নয়। বিজয়ের এই

মন্তব্যের পরই তামিল রাজনীতিতে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তিনি কি অবস্থান বদল করে আসন পুনর্বিন্যাসে সায় দেওয়ার পথে হাঁটছেন?এই ইস্যুতে সরাসরি আক্রমণে নেমেছে ডিএমকে এবং এআইডিএমকে। স্ট্যালিনের দলের কটাক্ষ, বিজয় ঘন ঘন অবস্থান পরিবর্তন করছেন। অন্যদিকে এআইডিএমকের অভিযোগ, কেন্দ্র যা বলছে, বিজয়ও এখন সেই সুরেই কথা বলছেন। তাদের প্রশ্ন, এমন পরিবর্তনশীল অবস্থান নেওয়ার হলে আগে ঘটা করে বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করানোর কী প্রয়োজন ছিল? উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই বিজয়ের উদ্যোগে তামিলনাড়ু বিধানসভায় একটি বিশেষ প্রস্তাব পাশ হয়, যাতে আসন পুনর্বিন্যাস না করে লোকসভায় বর্তমান ৫৪৩ আসন বজায় রাখার দাবি তোলা হয়েছিল।বিজয়ের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে স্বাভাবিকভাবেই একাধিক প্রশ্ন উঠছে। আসন পুনর্বিন্যাস বিল পাশ করানোর লক্ষ্যে একাধিক বিরোধী দলের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বৈঠক করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব এবং সমর্থন জোগাড়ের চেষ্টা চালিয়েছেন। তবে ডিএমকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তারা এই বিলকে কোনওভাবেই সমর্থন করবে না। বিজয়ের দল টিভিকেও শুরু থেকে এই একই অবস্থানে অনড় ছিল। কিন্তু অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর বিজয়ের সুর কিছুটা নরম হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও টিভিকের দাবি, আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে দলের মূল অবস্থানে কোনও পরিবর্তন হয়নি। তবু বিজয়ের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে; আসন পুনর্বিন্যাস প্রশ্নে গোটা তামিলনাড়ুর অবস্থান শেষপর্যন্ত অভিন্ন থাকবে তো?

আলাস্কার বরফাবৃত পাহাড়ে চার্টার্ড বিমান দুর্ঘটনা, মৃত্যু ৮ যাত্রীরই

নয়া জামানা ঃ আলাস্কার বরফে ঢাকা এক পাহাড়ি এলাকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি চার্টার্ড বিমান। বিমানে দুই পাইলট-সহ মোট আট জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা সকলের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। ঘটনার পরেই ওই দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় শুরু হয় তল্লাশি অভিযান, যেখান থেকে সকল যাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আলাস্কার ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট সেফটি বোর্ডের প্রধান ক্লিন্ট জনসন।জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার আমেরিকার অ্যাঙ্কোরেজ থেকে আকাশে ওড়ে বিমানটি। যাত্রাপথে কেপ নিউনহ্যাম এলাকার কাছাকাছি বিমানবন্দর থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে সেটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। খবর পাওয়ামাত্র উদ্ধারকাজ শুরু করে আলাস্কা রেসকিউ কোঅর্ডিনেশন সেন্টার। তবে ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমানের ব্ল্যাক বক্স

পরীক্ষার পরেই দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ বিস্তারিতভাবে জানা যাবে।উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই ঘটনার মাত্র দু'দিন আগেই ব্রিটেনে একই ধরনের একটি বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক দম্পতি। ব্রিটেনের উত্তর ওয়েলসের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেই দুর্ঘটনা ঘটে। ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস অঞ্চলের বার্টন-আপন-ট্রেন্টের ট্যাটেনহিল বিমানবন্দর থেকে আকাশে উড়েছিল পাইপার পিএ২৮ মডেলের বিমানটি। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো দুই পাইলটের পরিচয়ও প্রকাশ্যে এসেছে; তাঁরা হলেন কেতন স্বালি এবং তাঁর স্ত্রী শীতল।পরপর দু'টি দেশে ঘটে যাওয়া এই দুই বিমান দুর্ঘটনা নতুন করে ছোট বিমান পরিবহণ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও তদন্তসাপেক্ষ।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 21-08-2026 22:35 Page 8

ডুরান্ড ফাইনালে ফের মহারণ, মুখোমুখি মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ ডার্বি দিয়েই যাত্রা শুরু হয়েছিল এবারের ডুরান্ড কাপের, আর সেই ডার্বি দিয়েই শেষ হতে চলেছে টুর্নামেন্ট। আগামী ২৩ আগস্ট, রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ট্রফির লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও ইস্টবেঙ্গল। তার আগে শুক্রবার দুপুর থেকে শুরু হয়ে গেছে বহু প্রতীক্ষিত ফাইনালের টিকিট বিক্রি।দুপুর ১২টা থেকে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বুকমাইশো-তে টিকিট বিক্রি চালু হয়েছে। সর্বনিম্ন দাম রাখা হয়েছে ২৫০ টাকা। মোহনবাগান সমর্থকদের জন্য বরাদ্দ ব্লকগুলির মধ্যে ডি ১ও ডি৩-এর টিকিট মিলবে ২৫০ টাকায়, সি১ ও সি২-এর দামও একই। সি২ এবং ডি২ ব্লকের টিকিটের মূল্য ৩০০ টাকা।অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য বরাদ্দ বি, এ এবং সি২ রাইট ব্লকের টিকিটও একই দামে পাওয়া যাচ্ছে।

তিন বছর পর ডুরান্ড কাপের ফাইনালে ফের একে অপরের মুখোমুখি হচ্ছে শহরের দুই প্রধান, ফলে সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনার পারদ এমনিতেই তুঙ্গে। রবিবার সন্ধ্যায় যুবভারতী কানায় কানায় ভরে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল।সবশেষ ২০২৩ সালে ডুরান্ড ফাইনালে দেখা হয়েছিল দুই দলের। সেই ম্যাচে যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারিয়ে ট্রফি জিতেছিল মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধে দিমিত্রি পেত্রাতোসের একমাত্র গোলেই নির্ধারিত হয়েছিল ম্যাচের ফয়সালা। এবার সেই জয়ের স্মৃতি ফিরিয়ে ১৮তম ডুরান্ড শিরোপা ঘরে তুলতে মরিয়া সবুজ-মেরুন শিবির।২০০৪ সালের পর থেকে ডুরান্ড কাপ অধরাই থেকে গেছে ইস্টবেঙ্গলের কাছে। গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে মোহনবাগানের কাছে হেরে শুরু হলেও, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে লাল-হলুদ শিবির। ফলে রবিবারের ম্যাচ শুধু ট্রফির লড়াই নয়, বরং পুরনো হিসেব চুকিয়ে নেওয়ারও মঞ্চ হয়ে উঠতে চলেছে।২২ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ইস্টবেঙ্গল কি বদলার স্বাদ নেবে, নাকি ফের ডার্বি জিতে ট্রফি নিজেদের ঘরে রাখবে মোহনবাগান; তার উত্তর মিলবে আর মাত্র দু'দিন পরেই।

সহজ' ভাবলেই ভুল !

মরসুম শুরুর আগেই ইউনাইটেডকে

সতর্ক করলেন ক্যারিক

নয়া জামানা ঃ নতুন মরসুমকে ঘিরে সমর্থকদের প্রত্যাশা তুঙ্গে থাকলেও শুরুতেই বাস্তবতার আঁচ দিলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ মাইকেল ক্যারিক। প্রথম দুই ম্যাচ সহজ হবে বলে যে ধারণা তৈরি হয়েছিল, তা 'হাস্যকর' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। মরসুম শুরু হচ্ছে প্লে-অফ জয়ী হাল সিটির বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে, এরপর ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সদ্য প্রোমোশন পাওয়া ইপসুইচের মুখোমুখি হবে দল। ক্যারিকের মতে, এই জোড়া লড়াই মোটেও সহজ হবে না।দলবদলের বাজারেও দেখা দিয়েছে অস্বস্তিকর নীরবতা। ১৪ জুলাই অ্যাস্টন ভিলা থেকে ৩৫ মিলিয়ন পাউন্ডে ইউরি তিলেমানসকে সই করানোর পর থেকে বড় কোনও সংযোজন হয়নি। ব্রাইটনের কার্লোস বালেবাকে নিয়ে আলোচনা চললেও চুক্তি এখনও অনিশ্চিত, আর লেফট-ব্যাক পজিশনে একমাত্র লুক শ-এর উপর নির্ভরতা ঝুঁকিপূর্ণ বলেই মনে করছেন সমর্থকরা। তবে ক্যারিক আশ্বাস দিয়েছেন, দল শক্তিশালী করার চেষ্টা চলছে।পরিসংখ্যান বলছে, প্রিমিয়ার লিগে এর আগে দু'বার প্রথম দুই ম্যাচে নবপ্রোমোটেড দলের মুখোমুখি হয়েছিল ইউনাইটেড, কোনওবারই জয় দিয়ে শুরু হয়নি। ২০০১ সালে ফুলহ্যামকে হারালেও ব্ল্যাকবার্নের বিরুদ্ধে ড্র করেছিলেন ফার্গুসন, আর ২০০৯ সালে বার্মিংহ্যামের বিরুদ্ধে জয়ের পর বার্নলির কাছে হার হয়েছিল।তবে ডেডলাইন ডে-তে চমক দেওয়ার ইতিহাসও রয়েছে ক্লাবের। গত ছ'বছর ধরে উইন্ডোর শেষ দিনেই বড় সই করিয়েছে ইউনাইটেড;সেন লামেন্স, ম্যানুয়েল উগার্তে থেকে রোনাল্ডো-কাভানি পর্যন্ত। তাই শেষ মুহূর্তের চমকের আশায় বুক বাঁধছেন সমর্থকরা।গত মরসুমে তৃতীয় স্থানে শেষ করা দলের এবারের লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ যোগ্যতা অর্জন। ক্যারিক নিজে আত্মবিশ্বাসী, বলেছেন, এটা বড় লাফ হতে চলেছে। আমি বিশ্বাস করি না যে আমরা পারব না। আগামী দশ দিনের ফিক্সচার আর দলবদলের শেষ অঙ্কই ঠিক করে দেবে ক্লাবের ভবিষ্যৎ দিশা।

বিশ্বকাপের দলে বৈভবের চমক !'বম্ব স্কোয়াড'-এ বাদ যশস্বী

নয়া জামানা ঃ পরের বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এখন থেকেই সম্ভাব্য ভারতীয় দল নিয়ে শুরু হয়ে গেছে জল্পনা। সেই আলোচনায় বড়সড় চমক দিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিন উথাপ্পা। তাঁর পছন্দের ১৫ জনের দলে জায়গা পেয়েছেন মাত্র ১৫ বছর বয়সী বিস্ময় প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশী। দলে রয়েছেন বহু যুদ্ধের নায়ক ভুবনেশ্বর কুমার এবং উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসনও। তবে জায়গা হয়নি যশস্বী জয়সওয়ালের। সুযোগ পাননি প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ওয়াশিংটন সুন্দর ও হর্ষিত রানাও।নিজের পছন্দের এই দলকে 'বম্ব স্কোয়াড' আখ্যা দিয়েছেন উথাপ্পা। তাঁর কথায়, বিশ্বকাপের এখনও এক বছর বাকি থাকলেও, এই ১৫ জন যদি আগামী এক বছর একসঙ্গে খেলার সুযোগ পান, তাহলে প্রস্তুতি হবে নিখুঁত। সেই কারণেই এই দলকে তিনি 'বম্ব স্কোয়াড' বলে অভিহিত করেছেন। ব্যাটিং বিভাগে অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার ও কেএল রাহুলকে রেখেছেন তিনি। জায়গা পেয়েছেন রোহিত শর্মাও। ওয়ানডে ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও উথাপ্পার পরিকল্পনায় এখনও রয়ে গেছেন হিটম্যান।তবে দলে সবচেয়ে বড় চমকের নাম বৈভব সূর্যবংশী। যশস্বী জয়সওয়ালের পরিবর্তে রোহিতের সঙ্গে ওপেনিংয়ের ব্যাকআপ হিসেবে রাজস্থান রয়্যালসের এই তরুণ ক্রিকেটারকে বেছে নিয়েছেন উথাপ্পা। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চের সম্ভাব্য দলে তাঁকে রাখার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ।অভিজ্ঞতার দিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন উথাপ্পা। অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজার পাশাপাশি দলে ফিরিয়েছেন ভুবনেশ্বর কুমারকে। আইপিএলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে ২৮টি উইকেট নেওয়া ভুবনেশ্বর প্রায় পাঁচ বছর ভারতের জার্সিতে ওয়ানডে খেলেননি। তা সত্ত্বেও তাঁর সুইং, নিয়ন্ত্রিত বোলিং এবং অভিজ্ঞতাকে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপের জন্য কার্যকর বলে মনে করছেন উথাপ্পা। ভুবনেশ্বরকে জায়গা দিতে গিয়ে বাদ পড়েছেন হর্ষিত রানা ও ওয়াশিংটন সুন্দর।উইকেটকিপার ঋষভ পন্থের পরিবর্তে কেএল রাহুলকে মূল একাদশে রাখার পাশাপাশি ব্যাকআপ হিসেবে সঞ্জু স্যামসনকে বেছে নিয়েছেন উথাপ্পা। এর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি; প্রয়োজনে সঞ্জু ইনিংসের শুরুতেও খেলতে পারেন, আবার ফিনিশারের ভূমিকাও নিতে পারেন। অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়ার সঙ্গে দলে রয়েছেন অক্ষর প্যাটেল ও রবীন্দ্র জাদেজা। পেস আক্রমণে রয়েছেন জশপ্রীত বুমরাহ, ভুবনেশ্বর কুমার, মহম্মদ সিরাজ এবং অর্শদীপ সিং। অর্থাৎ ব্যাকআপ পেস-বোলিং অলরাউন্ডারের বদলে চারজন বিশেষজ্ঞ পেসারেই আস্থা রেখেছেন উথাপ্পা।শুভমান গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, কেএল রাহুল, সঞ্জু৫ স্যামসন, হার্দিক পাণ্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, জশপ্রীত বুমরাহ, ভুবনেশ্বর কুমার, মহম্মদ সিরাজ এবং অর্শদীপ সিং।

পিছিয়ে থেকেও চিনা জুটিকে ধরাশায়ী,

বিশ্বচ্যাম্পিয়নে পদক নিশ্চিত তৃষা-গায়ত্রীর

নয়া জামানা ঃ দেশের মাটিতে চলতি ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রথম পদক নিশ্চিত করলেন তৃষা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ। শুক্রবার মহিলা ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের চার নম্বর তথা প্যারিস অলিম্পিক্সের সোনাজয়ী জিয়া জি ফান ও তাঁর সঙ্গী ঝ্যাং সু জিয়ানের চিনা জুটিকে তিন গেমের লড়াইয়ে হারিয়ে দেন তাঁরা। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩৯ নম্বরে থাকা ভারতীয় জুটির এই জয় ছিল রীতিমতো নাটকীয়। প্রথম গেম ১৬-২১ ব্যবধানে হেরে পিছিয়ে পড়া তৃষা-গায়ত্রী দ্বিতীয় গেমে এক সময় ১-৫ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকেও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে বিরতিতে ১১-১০ ব্যবধানে এগিয়ে যান, এবং শেষমেশ গেমটি জেতেন ২১-১৫ ব্যবধানে। নির্ণায়ক তৃতীয় গেমেও প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ২১-১৩ ব্যবধানে সহজ জয় তুলে নেন তাঁরা। এই জয়ের সুবাদে অন্তত ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত হয়ে গেল ভারতীয় জুটির। উল্লেখ্য, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মহিলা ডাবলসে সর্বশেষ ভারতীয় পদক এসেছিল ২০১১ সালে লন্ডনে, জুয়ালা গুট্টা ও অশ্বিনী পোনাপ্পার হাত ধরে। দেড় দশক পর সেই খরা কাটালেন তৃষা-গায়ত্রী। এর আগের দিন প্রি-কোয়ার্টারেও সপ্তম বাছাই জাপানি জুটিকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা।এই পদকের মাধ্যমে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের মোট পদকসংখ্যা দাঁড়াল ১৫টিতে। ২০১১ সাল থেকে প্রতিটি সংস্করণেই অন্তত একটি করে পদক জিতে আসছে ভারত, সেই ধারা অব্যাহত রইল এবারও। তবে এই মুহূর্তে তৃষা-গায়ত্রীর সাফল্যই দেশের একমাত্র প্রাপ্তি হয়ে থাকার আশঙ্কা রয়েছে, কারণ পিভি সিন্ধু ও আয়ুষ শেট্টির মতো তারকারা ইতিমধ্যে ছিটকে গিয়েছেন প্রতিযোগিতা থেকে। এখন পদকের আশা টিকিয়ে রেখেছেন কেবল পুরুষ ডাবলসের সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি জুটি, যাঁরা আজ কোয়ার্টার ফাইনালে নামছেন। তৃষা-গায়ত্রীর এই সাফল্য নিঃসন্দেহে তাঁদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

দেশের মাটিতে চলতি ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রথম পদক নিশ্চিত করলেন তৃষা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ। শুক্রবার মহিলা ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের চার নম্বর তথা প্যারিস অলিম্পিক্সের সোনাজয়ী জিয়া জি ফান ও তাঁর সঙ্গী ঝ্যাং সু জিয়ানের চিনা জুটিকে তিন গেমের লড়াইয়ে হারিয়ে দেন তাঁরা।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।